রাষ্ট্রীয় সম্মানের জগতে ব্রাত্য পরিবেশ

আমাদের দেশে সাধারণতন্ত্র দিবস এবং স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দেশের জ্ঞানীগুণীজনকে রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করার একটি প্রথা প্রচলিত আছে দীর্ঘদিন ধরে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য এই দুই সরকারের পক্ষ থেকেই কলা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাঁদের সম্মাননা জ্ঞাপন করে পুরস্কৃত করা হয়ে থাকে। অভিনন্দন যোগ্য এই প্রথাকে আমরা সাধুবাদ জানাই। একইসঙ্গে যাঁরা এইভাবে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের তরফে পুরস্কৃত হয়েছেন তাঁদেরকেও জানাই আমাদের বিনীত প্রণাম।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে অন্ততঃ একটি আক্ষেপের কথা না বললেই নয়। আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই পুরস্কার অথবা সম্মাননা প্রাপকদের তালিকায় আমরা দেখতে পাই জনপ্রিয় নাট্যব্যক্তিত্ব কিংবা সঙ্গীতশিল্পীদের নাম, দেখতে পাই প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ অথবা সাহিত্যিকদের নাম, কিন্তু সেই তালিকায় কখনও কোন পরিবেশ বিশেষজ্ঞের নাম আমরা দেখতে পাইনা। আজকের সময়ে সমগ্র বিশ্ব জুড়েই পরিবেশ সংরক্ষণ একটা অত্যন্ত জরুরি বিষয় হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এই পরিবেশ সংরক্ষণের দুরূহ কাজে যাঁরা ব্রতী কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে তাঁদের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ইন্দিরা গান্ধী পর্যাবরণ পুরষ্কার দেওয়া হয়ে থাকে। অথচ আমাদের রাজ্য সরকার কিন্তু এই বিষয়ে বিস্ময়কর এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে নিশ্চুপ।

অরণ্য সম্পদকে বাঁচানো কিংবা নদীকে বহমান এবং পরিশুদ্ধ রাখা ইত্যাকার কাজে যে সব মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে চলেছেন নিরবিচ্ছিন্নভাবে তাঁদের কাজকে স্বীকৃতি না দেয়ার পিছনে কি কারণ আছে, আমরা জানি না। এই বিষয়ে এই রাজ্যের সরকারি উদাসীনতা আমাদের বেদনাহত করে। আমরা চাই অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে একইভাবে এ জাতীয় পরিবেশ আন্দোলন সঙ্গে যুক্ত পরিবেশবিদ ও পরিবেশবিজ্ঞানীদেরও রাজ্য সরকার যথাযোগ্য সম্মান জ্ঞাপন করুন।

আরো একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আমরা বিচলিত বোধ করছি। এই জাতীয় পুরষ্কার পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টজনেদের আবেদন জানাতে হয়। এই প্রথাটিও ওই স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বদের পক্ষে যথেষ্টই অস্বস্তিকর। অবিলম্বে এই প্রথা রদ করে রাজ্য সরকারের উচিত তাঁদের নিজস্ব উদ্যোগে সম্ভাব্য পুরস্কার প্রাপকদের নামের তালিকা প্রস্তুত করা। প্রসঙ্গত আমরা পরিবেশ আকাদেমি, চন্দননগরের পক্ষ থেকে বসুন্ধরা পুরস্কার, পরিবেশ বান্ধব সাহিত্যিক সম্মান, পরিবেশ বান্ধব সাংবাদিক সম্মান, পরিবেশকর্মী সম্মান ইত্যাদি অনেকগুলি সম্মাননা প্রদান করে থাকি। আমরা একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে আমাদের সীমিত সামর্থ নিয়ে যখন নিজেদের উদ্যোগে এই কাজটি করে উঠতে পারি, তখন আমরা মনে করি, একটি সরকারের পক্ষে এই পদ্ধতিতে কাজটি করার জন্য প্রয়োজন কেবলমাত্র সদিচ্ছা আর সদর্থক সিদ্ধান্তের।

বিনীত

শংকর কুশারী

সম্পাদক,
পরিবেশ আকাদেমি, চন্দননগর

চন্দননগর, ২৪শে জুলাই, ২০২১